তারিখ 17 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

যুগান্তর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শেকৃবির নতুন উপাচার্য

যুগান্তর রিপোর্ট

মোতাহারুল ইসলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক এম মোতাহারুল ইসলাম।

উপাচার্য : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

উপাচার্য : নতুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া ঢাকার পেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) অধ্যাপক শাহ-ই-আলমকে চার বছরের জন্য ওই নিয়োগ দেয়া হয়।

বুধবার রাতে শিক্ষা সচিব মোঃ মোসতাফিজুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, বুধবারই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত আদেশও জারি হয়েছে বলে জানান তিনি।

ওদিকে বুধবার রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যের নিয়োগের সংবাদ পৌঁছলে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী উল্লাস প্রকাশ করেন। তারা মিছিল করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন বলে জানা যায়। অধ্যাপক হাসানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক স্বেচ্ছাচারিতা, বদলি বাণিজ্য, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকৃত ইস্যুতে মামলা দায়েরের পৃষ্ঠপোষকতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের পুনর্বাসন, এলাকাপ্রীতি, ভালো ও সৎ কর্মকর্তাদের হয়রানি, সাময়িক বরখাস্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতিসাধনসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-চারটি দায়িত্ব (উপাচার্য, দুটি উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ) পালনের পরও তিনি ছয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম চাকরি করতেন। বাংলাদেশের আর কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির ব্যাপারে এরকম 'ব্যাপ' বাণিজ্যের অভিযোগ নেই।

গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ এবং উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জামালউদ্দিনকে অপসারণের পর অধ্যাপক সৈয়দ হাসানকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন উপ-উপাচার্য-২ এর দায়িত্বে। স্বনামধন্য ওই দুই অধ্যাপকের পদচ্যুতির পেছনে অধ্যাপক হাসানের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অনেকেরই অভিযোগ রয়েছে।

অধ্যাপক হাসান একাধিকবার এ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কারের জন্য সরকার তাকে নিয়োগ করেছে। গত বাধ্য সত্ত্বেও তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পরপরই স্বরূপে আবির্ভূত হন। একের পর এক নিয়ম-ভাঙার নানা খেলায় জড়িয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ লংঘন করে ডিন নিয়োগ, প্রশ্নফাঁস কাণ্ডকারীদের ছাড় দেয়াসহ দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। এসব বিষয়ে তিনি একাধিকবার সিন্ডিকেটের সভায় সদস্যদের তোপের মুখেও পড়েন। শিক্ষা সচিব, যোগাযোগ সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মুত্তাহিদুর রহমান প্রমুখ সিন্ডিকেট সদস্য।

প্রসঙ্গত অধ্যাপক রাশিদুল হাসান যুগান্তরকে একাধিকবার বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী চোর। একটাও ভালো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি অনিয়ম-দুর্নীতি করছেন না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দেড় দশক ধরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যে অচলায়তন তৈরি হয়েছে তা ভাঙছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, অধ্যাপক হাসান এখন পর্যন্ত তার আগের পদ অর্থাৎ উপ-উপাচার্য আছেন। তবে সরকার তার স্থলে বিকল্প খুঁজছে। এ ব্যাপারে নতুন উপ-উপাচার্যের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেননা দেশের উচ্চশিক্ষার ৮০ ভাগ দেখভালকারী এ প্রতিষ্ঠানে। সরকার একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রশাসন চাচ্ছে।